আজ মহাষষ্ঠী

যা দেবী সর্বভূতেষু

চোখ টানবে কোন কোন মণ্ডপ, প্রতিমা, তারই খোঁজে বেরিয়ে পড়া

চাউলপট্টি আদি জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি: কয়েকশো বছরের পুরনো পুজো। নাটমন্দিরে সাত্ত্বিক মতে দেবীর আরাধনা।

তেঁতুলতলা সর্বজনীন: পুরনো পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম। ঐতিহ্যবাহী এই পুজোয় এ বারেও থাকছে বিশালাকার মণ্ডপ। নাটমন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মানকুণ্ডু সর্বজনীন: ৪৫ তম বর্ষ। পুজোর থিম— ‘হারানো সে বাঁশির টানে’। কয়েক লক্ষ বাঁশি, পিতলের করতাল, খঞ্জনি দিয়ে মণ্ডপ তৈরি। মণ্ডপের প্রধান ফটক দিয়ে ১৩৫ ফুট হেঁটে ভিতরে ঢুকলে প্রতিমা দর্শন করা যাবে। আলোকসজ্জায় ফুটে উঠবে পুরীর জগন্নাথ মন্দির। ৪০ ফুট উঁচু, ৩০ ফুট লম্বা রেল ইঞ্জিন সশব্দে ছুটে বেড়াবে আলোর কারিকুরিতে।

নতুনপাড়া: গ্রামের মানুষ যাতে সারা বছর দুধেভাতে বেঁচেবর্তে থাকে, সেই ভাবনাতেই ‘মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার’ তৈরি করা হয়েছে মণ্ডপসজ্জায়। থাকছে বিভিন্ন আকারের সাড়ে ৩ হাজার ঘট। ৪০টি বড় হাঁড়িতে থাকছে সোনালি ধান। মনোরম পরিবেশ, গাছগাছালি দর্শনার্থীকে পৌঁছে দেবে গ্রামের চৌহদ্দিতে। মণ্ডপের প্রবেশপথে বিশাল উনুন। থাকছে বিভিন্ন আকারের হাতা, খুন্তি-সহ রান্নার বিভিন্ন উপকরণ।

নিয়োগীবাগান নবারুণ সঙ্ঘ: পুজোর থিম— ‘মানুষের মাঝে অসুর ও দেবতা’। মণ্ডপে ঢুকলেই দেখা যাবে পঁচিশ ফুট উচ্চতার ষাঁড়ের মুখ। ভিতরে বল্লম হাতে বিভিন্ন আকারের অসুর। পাশাপাশি, অশুভ শক্তিকে দমন করে শুভ শক্তির জয়ের বিভিন্ন আঙ্গিক।

সার্কাসমাঠ সর্বজনীন: আমেরিকার ডিজনিল্যান্ডের আদলে সুউচ্চ মণ্ডপ স্বাগত জানাবে দর্শনার্থীকে। মণ্ডপের ভিতরে অপেক্ষা করবে হাঁদাভোঁদা, বাটুল দি গ্রেটের রাজ্য। সিলিং থেকে মাকড়শার জালের মধ্যে স্পাইডারম্যান হাতছানি দেবে।

অম্বিকা অ্যাথলেটিক ক্লাব: মূল থিম ‘মাতৃপুজোর আঙ্গিকে স্বর্গ হাতের মুঠোয়’। বাঙালির কল্পনার জগতের স্বর্গরাজ্য পুজো ভাবনায় তুলে ধরেছেন উদ্যোক্তারা। সিন্থেটিক তুলো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে নকল মেঘ, বরফ। থার্মোলক, ঝাউপাতা-সহ বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডপসজ্জায়।

মরান রোড সর্বজনীন: দূষণ থেকে বাঁচতে গাছ কত প্রয়োজনীয়, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এই পুজোর উদ্যোক্তারা। থিম—‘জীবন জানে গাছের মানে’। মণ্ডপে ঢোকার মুখে একটি বিশাল মেশিন থাকছে কারখানার সূচক হিসেবে। তার পরেই দেখা যাবে, বিশাল গাছের আশ্রয়ে দেবী জগদ্ধাত্রী। ৩ হাজার সার্জিক্যাল গ্লাভস দিয়ে গাছটি তৈরি করা হয়েছে।

গোন্দলপাড়া মনসাতলা: ৭০ বছরের পুজো। থার্মোকল ও প্লাই দিয়ে তৈরি হয়েছে ‘ফরাসডাঙ্গা রাজবাড়ি’। থাকছে নাটমন্দির এবং চারটি শিবমন্দির। মন্দিরের দেওয়ালে অধিষ্ঠিত আরাধ্য দেবতা।

চারমন্দিরতলা: ‘আদিবাসীদের মিলনমেলা’য় চোখ জুড়াবে এই পুজোয় এলে। থাকছে বাঁশ, বেত দিয়ে তৈরি ধামসা-মাদল গলায় নৃত্যরতা আদিবাসী মহিলা।

বিবিরহাট উত্তরাঞ্চল সন্তান সঙ্ঘ: ‘বারো মাসে তেরো পার্বণ’ থিম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। পয়লা বৈশাখের হালখাতা দিয়ে শুরু। এর পরে ক্রমশ জৈষ্ঠে জামাইষষ্ঠী, আষাঢ়ে রথ, শ্রাবণে ঝুলন থেকে চৈত্রমাসে চড়ক ও গাজন— এক আঙিনায় যেন একটা গোটা বছর এসে হাজির এখানে। এই পার্বণেরই অন্যতম হিসেবে থাকছে কার্তিক মাসের জগদ্ধাত্রী পুজো। গামারি কাঠের ছাল ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডপসজ্জায়।

পালপাড়া সর্বজনীন: থিমের নাম— ‘সবুজায়ন’। দূষণকে মাথায় রেখে আয়ুর্বেদিক ৮০ ধরনের গাছের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে মণ্ডপসজ্জায়। সত্যিকারের ধানগাছ এবং ঘাস রোপণ করা হয়েছে ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে। ৪৫ ফুট উঁচু মণ্ডপে থাকছে সারের উপকারিতা, তুলসির উপকারিতা।

হালদারপাড়া (আদি): শহরের পুরনো পুজোগুলির অন্যতম। বাস্তব এবং কল্পনার মিশেল ঘটেছে মণ্ডপে। তৈরি হয়েছে ভেলোর দুর্গের মধ্যে অবস্থিত জলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরের অনুকরণে। আলো-আঁধারি পরিবেশে অবিরাম স্তোত্রপাঠ এবং বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দর্শনার্থীদের পৌঁছে দেবে প্রাচীন মন্দিরে।

হালদারপাড়া ষষ্ঠীতলা: ৩৬ তম বর্ষ। থিম— ‘স্পন্দন’। মণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছে আদিবাসী সংস্কৃতি। খড়ের চালের মণ্ডপ। জল-জমি-জঙ্গল সংরক্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মণ্ডপে। মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা

হয়েছে আদিবাসীদের জীবন-সংগ্রামের নানা দিক।

হাটখোলা দৈবকপাড়া: পাহাড়ি আদিবাসী সংস্কৃতির ছাপ ফুটে উঠেছে এখানকার মণ্ডপে। কাঠের মূর্তিতে আদিবাসী রমণীর নৃত্যকৌশল নজর কাড়বে দর্শনীথীর।

হেলাপুকুর সর্বজনীন: থার্মোকল, চট এবং প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে তৈরি কাল্পনিক মন্দিরের আদলে বিশালাকার মণ্ডপ। ভিতরে শোভা পাচ্ছে ঝরনার মাঝে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। থাকছে বিশাল একটি শিবমূর্তি। দেবী জগদ্ধাত্রী নিধন করছেন অসুরকে।

হাটখোলা মনসাতলা: ৫০ তম বর্ষ। পুজো ভাবনায় উঠে এসেছে রাস উৎসব। বিভিন্ন আকারের প্রায় সাড়ে তিনশো পুতুল দিয়ে সাজানো হয়েছে রাসমঞ্চ। তৈরি হয়েছে মেলার পরিবেশ। বৈষ্ণবদের নামাবলি ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডপসজ্জায়। শোভাযাত্রার

আলোকসজ্জা নজর কাড়বে। থাকছে টুনি বাল্‌বের কারিকুরি।

প্রদীপ সঙ্ঘ (লাইব্রেরি রোড): এক টুকরো রাজস্থান উঠে এসেছে এখানকার পুজোয়। রাজস্থানের ‘নিপন আর্ট’-এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা তোলা হয়েছে সুদৃশ্য মণ্ডপ।

খলিসানি শীতলাতলা: দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ।